Released 3-4-1937
দিদি
নিউ থিয়েটার্স

দিদি

নিউ থিয়েটার্সের অনবদ্য নিবেদন

THE NEW THEATRES LIMITED

নিউ থিয়েটার্স
কলিকাতা

নিউ থিয়েটার্সের

নূতন চিত্র—

দিদি

কারখানার দৃশ্যাদি তুলিবার কার্য্যে বাসন্তী কটন্ মিল্স্ লিঃ এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিঃ, আমাদের সবিশেষ সাহায্য করার জন্য তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দিদি

চরিত্র

প্রভাবতী, প্রভাবতী কটন মিলের প্রেসিডেণ্ট	...	চন্দ্রাবতী
প্রকাশ	...	সায়গল
শীলা, প্রেসিডেণ্টের কনিষ্ঠা	...	লীলা দেশাই
ডাঃ ব্যানার্জ্জি	...	দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়
দীনু	...	অমর মল্লিক
মিঃ ব্যানার্জ্জি, ডাঃ ব্যানার্জ্জির ভ্রাতা	...	ভানু ব্যানার্জ্জি
সেক্রেটারী (কাকাবাবু)	...	ইন্দু মুখার্জ্জি
প্রকাশের বিধবা ভগিনী	...	দেববালা
প্রকাশের ভাগিনেয়	...	শ্রীমান্ প্রভাত

দিদি

পরিচালনা ঃ চিত্রশিল্প ঃ চিত্রনাট্য ঃ

নীতীন বসু

সহকারীগণ ঃ

সুধীর সেন, অমর মল্লিক, বিনয় চ্যাটার্জ্জি

চিত্রশিল্পে ঃ দিলীপ গুপ্ত
অমূল্য মুখার্জ্জি
কেষ্টো হালদার

○

সঙ্গীত পরিচালনা

রাইচাঁদ বড়াল
পঙ্কজ মল্লিক

○

ব্যবস্থাপনা

পি. এন. রায়

সহকারীগণ ঃ

সৌরেন সেন
জলু বড়াল
অনাথ মৈত্র

○

শব্দযন্ত্র-শিল্প

মুকুল বসু

সহকারী ঃ

শ্যামসুন্দর ঘোষ

○

রসায়না

সুবোধ গাঙ্গুলী

○

সম্পাদনা

সুবোধ মিত্র

○

সঙ্গীত রচয়িতা ঃ অজয় ভট্টাচার্য্য

দিদি

"চুপ! চুপ! ঐ বাঘ আস্‌ছে!"

প্রভাবতী কটন মিল্‌স্‌ লিমিটেডের প্রেসিডেণ্ট, প্রভাবতীকে সকলে ভয় করিত বাঘের মতই—কিন্তু শ্রদ্ধাও করিত কম নয়।

সকলেই জানিত, কাহার অদ্ভুত কর্ম্মনিষ্ঠায় বার বৎসর পূর্ব্বেকার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, আজ হইয়া উঠিয়াছে একটি সুমহান্‌ প্রতিষ্ঠান! কারখানার সকল ভার যখন তাহার উপর পড়ে, প্রভাবতী তখন ছিল ষোড়শী তরুণী।

এই দীর্ঘকাল তাহার কাটিয়াছে কেবল অক্লান্ত এবং অনবসর কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে...কারখানার রুদ্ধ দুয়ারে বসন্তের চঞ্চল সমীরণ একটুও প্রবেশাধিকার পায় নাই।

যে, দিনের পর দিন কলের মত চলে—সে নিজে কলের মতই হইয়া উঠে। প্রভাবতীও তাহাই হইয়া উঠিয়াছিল—। কেবল

কাজ, কল, কারখানা লইয়াই মানুষের জীবন যে চলে না, প্রভাবতী তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল

*　　*　　*　　*

কারখানা হইতে অকেজো এবং অবাঞ্ছিত কর্ম্মীদের যেমন শান্ত দৃঢ়তার সহিত সরান হইত, কর্ম্মনিষ্ঠার জন্য কর্ম্মীদের পুরস্কারও ঠিক তেমনি ভাবেই দেওয়া হইত। কোন কিছুতেই স্নেহ ভালবাসার যোগ ছিল না। একদিন, কারখানার এক সামান্য কারিগর, প্রকাশ,

নিজের খেয়ালমত কতকগুলি পাড়ের-নক্সা তৈয়ারী করিয়া প্রভাবতীর নিকট সেগুলির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা করিল। কেবল তাহাই

নহে, কারখানার দুই একটি কলকব্জা সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিল, যে কলে সে কাজ করে তাহা বিপজ্জনক।

এই আস্পর্দ্ধার ফলে প্রকাশের চাকুরী গেল।

কিন্তু প্রকাশের কথাই ফলিল। প্রকাশ যে কলে কাজ করিত, সেই কলে নব-নিযুক্ত ব্যক্তির বিপদ ঘটিল! প্রভাবতীকেও জীবনে এই প্রথম একজন বিতাড়িত কর্ম্মীর কথা মনে করিয়া চিন্তিত দেখা গেল।

* * * *

বিধবা ভগিনী ও নাবালক ভাগিনেয়কে লইয়া প্রকাশের কষ্টের অবধি রহিল না। পথে পথে কার্য্যের চেষ্টায় ঘুরিয়া ভগ্ন-মন ক্লান্ত-দেহ প্রকাশ, একদিন এক দেওয়ালের ছায়ায় তাহার ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিল !

কিন্তু কে জানিত যে দেওয়ালটি একটি ছাত্রী নিবাসের, আর কেনইবা এই সময় পথচারী এক বালকের বাঁশরীতে বাজিয়া উঠিল—মিলন রাগিনী !

এইখানে ঘটিল প্রকাশ ও শীলার পরিচয়। কিন্তু কলেজে প্রভাবতীর কনিষ্ঠা ভগিনী বলিয়া শীলা নিস্তার পাইল না, নিতান্ত অসঙ্গত আচরণের জন্য কলেজ হইতে তাহার নাম কাটা গেল।

শীলা কেবল যে দিদির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট তাহাই নয়, তাহার আনন্দ-চঞ্চল দেহ-মন ছিল তাহার দিদির সম্পূর্ণ বিপরীত। কেবলমাত্র পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসায় তাহারা ছিল অভিন্ন।

* * * *

এদিকে, যে-নক্সা পরিকল্পনার জন্য প্রকাশের চাকুরী গিয়াছিল, বাজারে তাহা মহা সমাদর লাভ করিল। প্রভাবতীকে জীবনে এই প্রথম একজন পদচ্যুত কর্ম্মীর বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিতে দেখা গেল। সুচিকিৎসক এবং সুপণ্ডিত ডাক্তার ব্যানার্জ্জিও ছিলেন প্রকাশের সপক্ষে। এই ডাঃ ব্যানার্জ্জি বাহিরে কোম্পানীর একজন ডিরেক্টার ও প্রেসিডেন্টের একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু তাঁহার অন্তরে প্রভাবতীর প্রতি বন্ধুত্ব ছাড়া বোধ হয় আরো অনেক কিছু সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রকাশের সহকর্ম্মী ও বন্ধু দীনু তাহাকে প্রেসিডেণ্টের নিকট তাহার পূর্ব্বপদ ভিক্ষা করিতে বলিল। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না, প্রেসিডেন্ট্ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বয়ং আসিয়া তাহাকে কারখানায় পুনর্ণিযুক্ত করিলেন—বহু উচ্চতর পদে—নক্সা-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া !

পথে, আনন্দে অধীর প্রকাশ, প্রিয়জনদের জন্য বহুবিধ উপহার সম্ভার লইয়া ছুটিয়াছে, এমন সময় ঘটিল মোটর সংঘাত ও শীলার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ! ....

ইহার পর যে দিন দিদি, তাঁহারই আপিসে প্রকাশের সহিত

শীলার পরিচয় করাইয়া দিলেন, সেইদিন তাহাদের আনন্দ-বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

*   *   *   *

প্রকাশের কপাল ফিরিয়া গেল! পদোন্নতি হইতে হইতে ক্রমে সে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার-পদ প্রাপ্ত হইল!.........

প্রেসিডেন্ট্ যেন প্রকাশকে এক নূতন চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছেন! ইহা কেবল কি প্রকাশের কর্ম্মনিষ্ঠার জন্য, না অন্য কোন কারণে?......................

প্রকাশের ভগিনী তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে দীনু বাধা দিয়া বলে, "একটু সবুর কর, কেবল রাজকন্যা নয়, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ রাজত্বটাই আসবে!"......................

এদিকে শীলার বিবাহের জন্য তার দিদিও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ডাক্তার ব্যানার্জ্জির ভ্রাতা, সগুবিলাত ফেরৎ মিঃ ব্যানার্জ্জির প্রতি শীলাকে তেমন প্রেমমুগ্ধা বলিয়া মনে হইল না, যদিও মিঃ ব্যানার্জ্জির শীলাকে পাইবার আগ্রহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

*　　*　　*　　*

শীলা, দিদির অদ্ভুত পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিল! প্রসাধনে চির-বিমুখ দিদি সহসা যেন রূপসাধনায় অতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে! তবে কি এতদিনে ডাক্তার ব্যানার্জ্জির ভাগ্য ফিরিল? ডাক্তার ব্যানার্জ্জিও যেন একটু আশান্বিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু কেবল রূপ-সাধনায় নয়, দিদির সমস্ত জীবনে তার এই নব-পরিবর্ত্তন স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সেই কলের-মত-কঠিন মানুষটির যেন সহসা অন্তর্ধান ঘটিল! তাহার পরিবর্ত্তে জাগিয়া উঠিল একটি চিরবঞ্চিত নারীহৃদয়, তাহার

চিরন্তন সকল দাবী লইয়া..........বসন্তের বহুকালরুদ্ধ বাতাস আজ আর বাধা মানিল না!

ডাক্তার ব্যানার্জ্জির সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কিন্তু প্রভাবতীর এই হঠাৎ-পরিবর্ত্তনের যথার্থ কারণটি ধরা পড়িয়া গেল! তাঁহার নিতান্ত প্রিয়জনদের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

... .

ডাক্তার ব্যানার্জ্জির আশঙ্কাই একদিন সত্যে পরিণত হইল। তাই যে-দিন দিদির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে, তারই ড্রয়িংরুমে ডাক্তার ব্যানার্জ্জির রচিত একটি নাটক অভিনীত হইতেছিল—সেদিন বাস্তব জীবন-নাট্যের বিচিত্র আবর্ত্তনে প্রভাবতী ও শীলা দেখিতে পাইল, প্রেমের রাজ্যে তাহারা দুই ভগিনী, **প্রতিদ্বন্দ্বী!**

সেই রাত্রে শীলা তাহার দিদিকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল! সে তাহার দিদির সুখের জন্য নিজের সকল সুখ, সকল দাবী ত্যাগ করিতে চায়!

কিন্তু দিদি কি কনিষ্ঠাকে বঞ্চিত করিয়া নিজের সুখের কথা কল্পনা করিতে পারে?

প্রকাশও শীলাকে ভুল বুঝিল! সে তাহার ব্যর্থহৃদয়কে অক্লান্ত কর্ম্মের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া দিল! অক্লান্ত কর্ম্ম-তাড়নায় কারখানার সকল কর্ম্মীর সহ্য-সীমা ভাঙ্গিবার মত হইল!

* * * *

প্রিয়বন্ধু দীনু প্রকাশকে নিবৃত করিতে বিফল হইয়া তাহার মহাশত্রু হইয়া উঠিল!

কারখানার চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা.......প্রকাশের বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহী, কে তাহাকে এবং কারখানাকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবে? ডাক্তার ব্যানার্জ্জি কি করিতে পারেন? ......শীলা কোথায়? দিদি কি করিবে? তাহার প্রিয়তমের জীবন বিপন্ন, তাহার প্রিয়তমা শীলা নিরুদ্দেশ!

সংসারের এই বিচিত্র সমস্যা লইয়াই মানুষের জীবন। কঠোর বাস্তবের সহিত মানব-হৃদয়ের প্রেমভালবাসার অনন্ত সংগ্রাম! একবৃন্তে দু'টী শুভ্রসুন্দর ফুলের মতই দুই বোন, পরস্পরের প্রতি স্নেহে অকৃত্রিম, অভিন্ন......কিন্তু তাহারাই আজ প্রেমের অঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বী!

দিদি চায় কনিষ্ঠাকে সুখী করিতে, কনিষ্ঠা চায় আজন্ম-বঞ্চিতা দিদিকে সুখী দেখিতে। ডাক্তার ব্যানার্জ্জি প্রার্থনা করেন—

"প্রভাবতী সুখী হো'ক—শীলা সুখী হো'ক—যে কারখানা এতগুলি লোকের অন্ন দিতেছে, সেই কারখানা বাঁচিয়া থাক, তাহার আরো উন্নতি হোক!" কিন্তু মানুষের সাধ্য কতটুকু, জীবন পথের সকল বাধা বিপত্তি কি মানুষ নিজের ইচ্ছামত কাটাইয়া যাইতে পারে? আজ প্রভাবতীর জীবনে যে সমস্যা আসিয়াছে, তাহার শেষ কি, কে তাহার সমাধান করিয়া দিবে? মানবভাগ্যবিধাতা ইহার কি সমাধান করিবেন, তাহা কি মানুষ বলিতে পারে?

গান

(১)

রাজার কুমার পক্ষীরাজে দেশ বিদেশে ঘুরে এসে
তেপান্তরের বটের ছায়ায় ক্লান্ত হ'য়ে ব'সলো শেষে।
সূর্য্যি তখন পাটে নামে রাজার কুমার ভাবছে একা
স্বপন-পুরীর রাজকন্যা এমন সময় দিলেন দেখা।

(২)

জলভরা মেঘ রয়না চিরকাল
মাইনে বেড়েছে !
রাঙা আলোর ঝিলিমিলি ছড়িয়ে দেবে মায়াজাল
জলভরা মেঘ রয়না চিরকাল।

প্রতি মাসে চার'শ টাকা!
ব'সে থেকে হারিয়েছিলাম মাইনে যা,
একই হারে মিটিয়ে দেবে ব'লেছে তা।

(৩)

স্বপন দেখি প্রবালদ্বীপে তুলবো আমি বাড়ী
সাগর থেকে ঝিনুক এনে গাঁথ্‌বো সোপান তারি—
আমার তিন মহলা বাড়ী।
শিশুর মত ছোট যেবা আকাশপারের মহলটী তার,
সবার হ'তে যে হয় বড় ভাণ্ডারী সে মণি কোঠার,
সকল জনার বইবো বোঝা নীচের মহল রইলো আমার,
রামধনু সে উঠ্‌বে যখন আনবো তারে কাড়ি

(৪)

প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার দিল সে দহন জ্বালা
তবু নিরজনে সে প্রেম লাগিয়া গাঁথি যে অশ্রুমালা।
হৃদয় আমার যেন সে কমল
তব পরশনে মেলিয়াছে দল
সে যে সহেনাগো ধরণীর আলো বেদনা গরল ঢালা।
সব চাওয়া মোর যদি হোলো ভুল
প্রিয়, সে ভুল আমার ভালো
ব্যথা ধূপ জ্বলে হবে সুরভিত (তুমি) নিভানো প্রদীপে আলো।
প্রেমের দেউলে দুখের পূজারী
রুধিরে আঁকিনু আল্পনা তারি
বাহিরে যদি গো তোমারে হারাই অন্তরে তুমি আলা।

(৫)

চাঁদের বরণ রাণীর বিয়ে লক্ষ মাণিক জ্বলে
তার মাঝে আজ মোদের হাসির মুক্তা পড়ে গ'লে।
চাঁদের বরণ রাণীর গলায় কোন ফুলেরি মালা
জ্যোছনা ধারায় সে ফুল ফোটে মলয় সুবাস ঢালা।
ঘুম পাড়ানি ঝরনা যেথায় ঘুঙুর প'রে ধায়
সেই সে দেশের সোণার কমল পরাবো খোঁপায়।
পরীর চোখের হিম শিশিরে যে ফুল ফোটে রাতে
সেই ফুলেরি কাঁকন হবে রাণীর কোমল হাতে।
আর এক কথা প'ড়লো মনে
আয়লো সখি কই গোপনে
এক আসনে রাজা রাণী ব'সবে কেমন ক'রে,
আসন তলে রইবে রাজা রাণীর চরণ ধরে।

(৬)

প্রেমের পূজায় এইতো লভিলি ফল
উষর মরুতে কেন দিলি আঁখি জল।
আসে আঁধিয়ার
নাই পথ আর
এ যে কাঁটা শুধু কোথা আছে ফুলদল।
কে তুমি কহিছো সবারে বাসিতে ভালো
জ্বালায়ে হৃদয় জ্বালিতে প্রেমের আলো।
অলখে রহি :।
কে যাও কহিয়া
সুন্দর প্রেম
সে যে চারুহেম
দুখের নিকষে রহে সে চির উজল।

(৭)

দূর মহুয়া বনের বঁধু
তুমি তো সুদূর নহ,
মোর দুখের খেয়ানে আসি
ফুলের বারতা কহ।
ছিল নীরব আমার বাণী
তুমি হ'লে তাহে সুর,
নিলে আমার আমিরে তুমি
দূর আজি নহে দূর।
আঁখিজল যত ঝরিয়াছে মম
সেইতো আমার জয়,
আঁধার রজনী অঝোরে কাঁদিলে
প্রভাত মধুর হয়।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ, ১৭১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
কালিকা প্রেস ২৫, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

THE NEW THEATRES LIMITED